OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 22
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 163 - 168
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 163 - 168
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে বৈষ্ণব দর্শন : নির্বাচিত পাঠের প্রেক্ষিতে একটি নন্দনতাত্ত্বিক ও দার্শনিক আলোচনা

সেখ আজাহারউদ্দিন
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: skazaharuddin394@gmail.com
0009-0001-3126-7918

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Tarashankar Bandyopadhyay, Vaishnavism, Premabhakti, Viraha, Radharani, Raskali, Spiritual, Bengali Short Stories, Spiritual Love, Folk Culture.

Abstract
Tarashankar Bandyopadhyay occupies a significant position in modern Bengali fiction for his nuanced portrayal of rural society, folk culture, and the psychological depth of human life. His works not only depict socio-cultural transformations but also foreground the lived experiences of marginalized communities with empathy and critical insight. A notable dimension of his literary oeuvre is the reinterpretation of medieval Vaishnava philosophy within a modern narrative framework. The short stories Raskali and Radharani exemplify this synthesis, where the realization of divine love is mediated through human emotional experience. Central tenets of Vaishnavism - premabhakti (devotional love), viraha (separation), and saranagati (self-surrender) - are intricately embedded within the characters' inner lives and social realities. While Raskali situates love and devotion within a folk-realist setting, highlighting their coexistence in everyday life, Radharani delves into the psychological conflict between sensual desire and spiritual aspiration, ultimately resolving it through transcendence. The transformation of kama (desire) into prema (divine love), along with the purificatory function of separation, emerges as a central philosophical motif in both narratives. This study argues that in these stories, love transcends its mundane limits and evolves into a spiritual discipline, through which human suffering, emotional conflict, and existential longing lead to the realization of divine consciousness.

Discussion

বাংলা কথাসাহিত্যের বিশিষ্ট কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামীণ সমাজ জীবনের এক অনন্য রূপকার। তাঁর সাহিত্যকর্মে সমাজবাস্তবতা, লোকসংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস এবং মানুষের অন্তর্জগতের জটিলতা একসঙ্গে মিশে গেছে। তিনি বাংলা সাহিত্যের এক স্বতন্ত্র উচ্চতার স্রষ্টা, যাঁর সাহিত্যচিন্তা গ্রামীণ জীবনের মানবমনের গভীর অন্বেষণে নিবিষ্ট। তাঁর রচনায় আমরা দেখি এক বহুমাত্রিক সমাজচিত্র, যেখানে প্রান্তিক মানুষের সুখ-দুঃখ, বিশ্বাস-সংস্কার ও সংগ্রাম জীবন্ত হয়ে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 22
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 163 - 168
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ওঠে। সাহিত্যকে তিনি কেবল রসসৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে দেখেননি, বরং সমাজের অন্তর্লীন সত্য উন্মোচনের এক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ভাবনায় ইতিহাস, লোকসংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার এক অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ করা যায়। বিশেষত গ্রামীণ বাংলার সহজ-সরল মানুষের জীবনযাত্রা তাঁর কলমে পেয়েছে গভীর মানবিক মর্যাদা।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য ভাবনায় বৈষ্ণব ধর্ম, লোকবিশ্বাস ও সমাজ পরিবর্তনের দ্বন্দ্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। তিনি বিশ্বাস করতেন, সাহিত্য মানুষের অন্তর্জগতকে স্পর্শ করে তাকে নতুন চেতনার দিকে পরিচালিত করতে পারে। তাঁর চরিত্ররা কখনও নিয়তির কাছে পরাজিত, আবার কখনও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এই দ্বৈততা তাঁর সাহিত্যকে করে তুলেছে বাস্তব ও প্রাণবন্ত। তাঁর সাহিত্যচিন্তার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল সময় ও সমাজের পরিবর্তনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা। তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ভেঙে নতুন মূল্যবোধের উত্থান ঘটে। ফলে তাঁর সাহিত্য কেবল কাহিনির সীমায় আবদ্ধ নয়, বরং তা এক বিস্তৃত সমাজ-ইতিহাসের দলিল হিসেবেও বিবেচিত হয়। সবমিলিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য ভাবনা মানব জীবনের বহুবর্ণ বাস্তবতার এক গভীর ও সংবেদনশীল প্রকাশ, যা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে এক অনন্য মাত্রায়। বিশেষত তাঁর ছোটগল্পে বৈষ্ণব ভাবনার যে বহুমাত্রিক প্রকাশ ঘটে, তা বাংলা সাহিত্যে এক নব সংযোজনার দ্যোতক।

বাংলার ধর্ম-সংস্কৃতির ইতিহাসে চৈতন্য মহাপ্রভু-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রেমভক্তির এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। এই ভাবধারা কেবল ধর্মীয় নয়, বরং মানবিক ও সামাজিক চেতনারও অংশ হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের চেতনা ও বাঙালি বোধে বৈষ্ণব ভাবনা এক গভীর মানবতাবাদী ও রসনির্ভর ধারার পরিচায়ক। মধ্যযুগে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-এর নেতৃত্বে যে বৈষ্ণব আন্দোলনের সূচনা, তা শুধু ধর্মীয় নয়, বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠে। এই ধারার মূল কেন্দ্রে ছিল প্রেম, ভক্তি ও সাম্যের বাণী, যা বাংলা সাহিত্যের অন্তর্গত মানবিক চেতনার ভিতকে সুদৃঢ় করে।

বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনি কেবল আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রকাশ নয়, বরং মানবমনের সূক্ষ্ম আবেগের রূপায়ণ। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ কবির রচনায় এই প্রেম মানব-মানবীর সম্পর্কের এক সার্বজনীন ব্যাখ্যা পায়। এই ধারা পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতায় নতুন তাৎপর্য লাভ করে। উনিশ ও বিংশ শতকের আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব ভাবনার পুনর্মূল্যায়ন লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কাব্য ও গানে বৈষ্ণব প্রেম ও মানবধর্মকে আধুনিক মানবতাবাদের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তাঁর *গীতাঞ্জলি* কাব্যে ভক্তি ও প্রেমের যে সর্বজনীন রূপ, তা বৈষ্ণব ভাবনার আধুনিক পুনর্নির্মাণ। একইভাবে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সাম্যবাদী চেতনার মধ্যেও প্রেম ও ভক্তির সুরে বৈষ্ণব ভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যেও এই ভাবনার প্রভাব সুস্পষ্ট। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর রচনায় গ্রামীণ জীবনের সরলতা, মানবিক সম্পর্ক ও আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানে বৈষ্ণব ভাবনার প্রতিফলন দেখা যায়। তাঁদের সাহিত্যকর্মে ভক্তি কেবল ধর্মীয় অনুভূতি নয়, বরং মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধের প্রতীক। বিশেষত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সেই মধ্যযুগীয় বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্যের ভাবধারাকে আধুনিক সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করে তাঁর ছোটগল্পে যে নতুন তাৎপর্য প্রদান করেছেন তা তাঁর নিজস্বতার গুণে নবরূপে সৃজিত হয়েছে। তাঁর গল্পে বৈষ্ণব ভাবনার প্রধান রূপ হল মানবপ্রেম। তাঁর চরিত্ররা প্রায়ই সমাজের নিম্নবর্গ থেকে উঠে আসে— যাদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট থাকলেও মানবিকতা অটুট থাকে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে বৈষ্ণব দর্শনের নন্দনতাত্ত্বিক ও দার্শনিক রূপ উন্মোচনের লক্ষ্যে এই গবেষণায় তাঁর সুপরিচিত *রসকলি* ও *রাধারানী* গল্পদ্বয়কে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করা হয়েছে। এই দুই আখ্যানের বিশ্লেষণের মাধ্যমে বৈষ্ণব ভাবনার অন্তর্নিহিত মানবিক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য নিরূপণের একটি সুসংহত প্রয়াস গ্রহণ করা হবে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত অন্যতম জনপ্রিয় ও বহুল আলোচিত ছোটগল্প *রসকলি*। অনেক সমালোচকের মতে এটি তাঁর প্রথম রচিত ছোটগল্প; যদিও এ বিষয়ে সাহিত্য-গবেষকদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ করা যায়। একদল গবেষক মনে করেন, তাঁর প্রথম রচিত ছোটগল্প *স্রোতের কুটো*। এই মতভেদের মূল উৎস পাওয়া যায় লেখকের আত্মকথনমূলক গ্রন্থ *আমার সাহিত্য জীবন*-এ। সেখানে তিনি এক স্থানে উল্লেখ করেছেন যে—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 22
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 163 - 168
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "বাংলা ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসের কল্লোলে আমার প্রথম গল্প 'রসকলি' প্রকাশিত হয়।"[১]

আবার অন্যত্র তিনি লিখেছেন—

> "তার আগে পূর্ণিমায় আমি একটি 'স্রোতের কুটো' বলে গল্প লিখেছি।"[২]

এখানে তার বলতে *রসকলি* গল্পের কথা বলা হয়েছে। উপরোক্ত দুটি বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, *রসকলি*-কে তিনি প্রথম প্রকাশিত গল্প হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, কিন্তু *স্রোতের কুটো* তারও পূর্বে রচিত। ফলে 'প্রথম রচিত' ও 'প্রথম প্রকাশিত' —এই দুই ভিন্ন মাত্রার কারণে দ্বিধার সৃষ্টি হয়েছে।

গবেষণামূলক দৃষ্টিতে বিচার করলে বলা যায়, *স্রোতের কুটো*-ই তাঁর প্রারম্ভিক রচনা হলেও *রসকলি* তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রকৃত সূচনাবিন্দু হিসেবে অধিক স্বীকৃতি লাভ করেছে, কারণ এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত এবং পাঠকমহলে সমাদৃত গল্প। এই প্রেক্ষাপটে *রসকলি* গল্পটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এর মধ্য দিয়ে লেখকের সাহিত্যচেতনা, বিশেষত বৈষ্ণব ভাবনার প্রাথমিক প্রকাশ লক্ষ করা যায়। অতএব, গল্পটির বিশ্লেষণে লেখকের বৈষ্ণব ভাবনার বিস্তার, প্রকৃতি ও প্রভাব অনুসন্ধান করাই হবে আমাদের আলোচনার প্রধান লক্ষ্য।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যচর্চার পেছনে তাঁর সামাজিক ও পারিবারিক অভিজ্ঞতার গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বীরভূমের জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণের ফলে তিনি গ্রামীণ জীবনযাত্রা, সমাজ-সংস্কৃতি ও পারিপার্শ্বিক বাস্তবতাকে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে অনুধাবনের সুযোগ লাভ করেন। এই বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক পরিবেশই তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। ফলে তাঁর গল্পে যে বৈষ্ণব সমাজচিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে, তা কেবল কল্পনার ফসল নয়, বরং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নির্যাস। তিনি তাঁর আত্মকথনমূলক গ্রন্থে লিখেছেন—

> "কী একটা কাজে ঘরের মধ্যে গিয়েছি-- কানে এল - আমাদের গোমস্তা বলছে— পানের চেয়ে বৈষ্ণবীর হাসি মিষ্ট। মনে হল--- বৈষ্ণবীর কর্ণমূল পর্যন্ত আরক্ত হয়ে উঠেছে। উঁকি মারলাম। দেখলাম না-তো। সবিনয়ে বৈষ্ণবী আরও একটু হেসে বললে - বৈষ্ণবের এই তো সম্বল প্রভু। এই তো! এই তো সেই জীবনের জয়।
>
> কথার হাওয়ায় জৈব রসের দীঘিতে ঢেউ উঠল। তাতে তো ওর জীবন ডুবল না, ডুব দিলে না, সে ঢেউয়ের উপরে নাচতে লাগল পদ্মফুলের মত।"[৩]

এই হল *রসকলি* গল্পের প্লট। গল্পের মূল ভাববিশ্ব।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *রসকলি* ছোটগল্পে বৈষ্ণব ভাবনা এক গভীর মানবিক ও আধ্যাত্মিক রসের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এই গল্পে গ্রামীণ সমাজজীবনের প্রেক্ষাপটে প্রেম, ভক্তি এবং দেহাতীত চেতনার যে মেলবন্ধন দেখা যায়, তা মূলত বৈষ্ণব দর্শনেরই সাহিত্যিক রূপায়ণ। প্রথমত, *রসকলি* গল্পে প্রেমকে কেবল শারীরিক বা সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি; বরং তা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের মতোই এক উচ্চতর, আত্মিক অনুভূতিতে উন্নীত হয়েছে। চরিত্রদের মধ্যে যে আকর্ষণ ও টানাপোড়েন দেখা যায়, তা বৈষ্ণব পদাবলীর বিরহ ও মিলনের অনুভূতির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই প্রেমে কামনা অপেক্ষা ভক্তির প্রাধান্য বেশি— যা বৈষ্ণব ভাবধারার মূল বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়ত, গল্পে গ্রামীণ বৈষ্ণব সংস্কৃতির অনুষঙ্গ যেমন— কীর্তন, নামসংকীর্তন, ভজন ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে, যা সামষ্টিক ভক্তির পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই পরিবেশ চরিত্রদের মানসিক জগৎকে প্রভাবিত করে এবং তাদের প্রেম ও সম্পর্ককে এক আধ্যাত্মিক মাত্রা দেয়। অর্থাৎ, সামাজিক বাস্তবতা ও ধর্মীয় অনুভূতি এখানে একে অপরের পরিপূরক। তৃতীয়ত, বৈষ্ণব দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল দেহাত্মবোসধ অতিক্রম। *রসকলি* গল্পে চরিত্ররা দেহের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে এক ধরনের অন্তর্লৌকিক প্রেমের সন্ধান করে। তাদের প্রেমে ত্যাগ, বেদনা এবং আত্মসমর্পণের যে প্রকাশ, তা বৈষ্ণব সাধনার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। বিশেষত মঞ্জরী মনে বিরহের যে ব্যঞ্জনা গল্পে ফুটে ওঠে, তা চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব সাহিত্যের এক অনিবার্য বৈশিষ্ট্য। চতুর্থত, নারী-পুরুষ সম্পর্কের মধ্যে যে সমতা ও পারস্পরিক আত্মনিবেদন দেখা যায়, তা বৈষ্ণব মানবতাবাদের পরিচায়ক। এখানে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 22
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 163 - 168
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নারী কেবল ভোগের বস্তু নয়, বরং ভক্তি ও প্রেমের সমান অংশীদার। এই দৃষ্টিভঙ্গি মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব ভাবনার আধুনিক পুনর্নির্মাণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। পঞ্চমত, *রসকলি* গল্পে প্রকৃতির ব্যবহারও বৈষ্ণব রসতত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রকৃতির রূপ, ঋতুচক্র, পরিবেশ— সবকিছুই চরিত্রদের আবেগের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে, যা রাধা-কৃষ্ণ লীলার কাব্যিক আবহের কথা স্মরণ করায়। ফলে গল্পটি একধরনের লীলাময় জগৎ সৃষ্টি করে, যেখানে মানবজীবন ও ঈশ্বরচেতনা মিশে যায়। ষষ্ঠত, আলোচ্য গল্পে মঞ্জরীর গল্প কণ্ঠে যে গানের ব্যবহার গল্পকার করেছেন তা বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়। পুলিনের উদ্দেশ্যে মঞ্জরী মিষ্টি হেসে সুরেলা কণ্ঠে গেয়ে উঠেছে —

> "তোমায় আঁকছি হে অঙ্গে যতন করে"[৪]

কিংবা—

> "লোকে কয় আমি কৃষ্ণ কলঙ্কিনী/ সখি সেই গরবে আমি গরবিনী।"[৫]

অতএব, *রসকলি* গল্পে গল্পকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বৈষ্ণব ভাবনার যে রূপায়ণ করেছেন, তা মূলত মানবপ্রেম, ভক্তি এবং জীবনরসের সমন্বয়ে গঠিত। এর মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন যে, বৈষ্ণব দর্শন কেবল ধর্মীয় অনুশীলনে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা মানব জীবনের স্বাভাবিক আবেগ ও অনুভূতির মধ্য দিয়েই পরিপূর্ণতা লাভ করে। এইভাবেই গল্পকার গ্রামীণ জীবনের সহজ-সরল উপাদানের মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব দর্শনের চিরন্তন সত্যকে সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন। সেই অর্থে এ গল্প আসলেই বৈষ্ণব সমাজের তত্ত্ববহির্ভূত, পঙ্কিল সমাজমুক্ত এক শৈল্পিক সন্দর্ভের নির্যাস।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বৈষ্ণব দর্শন ও তত্ত্ব আলোচনামূলক আরও একটি গল্প হল *রাধারানী*। এই গল্পের মূলভাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এটি বৈষ্ণব দর্শনের অন্তর্নিহিত প্রেমতত্ত্ব, ভক্তি ও মানবিক আকাঙ্ক্ষার জটিল সম্পর্ককে কেন্দ্র করে নির্মিত একটি গভীর তাৎপর্যময় রচনা। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাধারানী কেবল একটি ব্যক্তি-চরিত্র নয়; বরং সে বৈষ্ণব 'মধুর রস'-নির্ভর প্রেমভাবনার প্রতীক। তার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পার্থিব প্রেম, দেহাত্মক আকর্ষণ এবং আধ্যাত্মিক ভক্তির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও সংশ্লেষ ঘটে, তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই দ্বৈততার মধ্যেই তার চরিত্রের গভীরতা নির্মিত হয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে বৈষ্ণব সাহিত্যের রাধা-কৃষ্ণ প্রেমকে সরাসরি অনুকরণ করেননি; বরং তা মানব জীবনের বাস্তব প্রেক্ষাপটে পুনর্নির্মাণ করেছেন। ফলে রাধারানীর প্রেম একদিকে যেমন ইহজাগতিক আকুলতার প্রকাশ, অন্যদিকে তা ভক্তিমূলক আত্মসমর্পণের দিকেও অগ্রসর হয়। এই রূপান্তরই গল্পটির মূল তাৎপর্য বহন করে। গল্পে প্রেমকে কেবল রোমান্টিক আবেগ হিসেবে নয়, বরং এক প্রকার আধ্যাত্মিক উত্তরণের মাধ্যম হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। বৈষ্ণব দর্শনের 'প্রেমভক্তি'-র ধারণা এখানে মানব-মনস্তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন অর্থবহতা অর্জন করেছে। সুতরাং, *রাধারানী* গল্পের মূলভাব হল— মানব প্রেমের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরপ্রেমের উপলব্ধি সম্ভব, এবং এই প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি-মানস এক গভীর আত্মসংঘাত ও পরিশুদ্ধির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে।

রাধারানী ছোটগল্পে বৈষ্ণব দর্শনের প্রকাশ একটি বহুমাত্রিক ও গভীর নন্দনতাত্ত্বিক-দার্শনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। বৈষ্ণব দর্শনের মূল ভিত্তি হল প্রেমভক্তি, বিশেষত যা রাধা-কৃষ্ণের 'মধুর রস'-নির্ভর সম্পর্ক। এই ধারায় প্রেম কেবল মানবিক নয়, তা ঈশ্বরপ্রেমের সর্বোচ্চ রূপ। বৈষ্ণব তত্ত্বে রাধা হলেন প্রেমের পরাকাষ্ঠা—মহাভাব-এর প্রতীক। *রাধারানী* গল্পে নায়িকার প্রেমানুভূতি 'মধুর রস'-এরই আধুনিক প্রতিফলন। তার প্রেমে আকুলতা, ব্যাকুলতা, বিরহ এবং আত্মবিসর্জনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়, যা বৈষ্ণব রাধাতত্ত্বের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। ফলে চরিত্রটি একটি প্রতীকী উচ্চতায় উন্নীত হয়। বৈষ্ণব দর্শনে প্রেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল— ইহজাগতিক প্রেম ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক প্রেমে রূপান্তরিত হয়। *রাধারানী* গল্পে এই রূপান্তর প্রক্রিয়া অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে চিত্রিত। প্রথমে রাধারানীর অনুভূতি মানবিক আকর্ষণ ও দেহাত্মক আবেগে আবদ্ধ থাকলেও ক্রমে তা ভক্তিমূলক আত্মসমর্পণে পরিণত হয়। এই রূপান্তর বৈষ্ণব সাধনা-র সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যেখানে ব্যক্তি-আত্মা ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত হয়। গল্পের নায়ক গৌরদাসের শক্তিতেই তা সুস্পষ্ট—

> "রাধা কৃষ্ণের প্রেম গান তাহার বড় ভালো লাগে। শখের যাত্রা দল তাহার ভালো লাগে নাই— সেখানেই রাধা গান গাহিয়া নাচে! ছি! রাধা অভিমানিনী, মর্যাদাময়ী, রাজনন্দিনী— ব্রজসুন্দরীকে আত্মসমর্পণ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 22
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 163 - 168
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> করিয়াছিল বলিয়া সে কি নটীর মত নাচিবে! কত বড় প্রেম — কত বড় সে বিরহ — কত বড় দুর্বার সে অভিমান। ওরে আলোর সঙ্গে কি রঙের ভেজাল দেওয়া যায়! রাধা — রাধারানী — রাধু — রাধু।
>
> একখানি কিশোরীর মুখ তাহার মনে জাগিয়া উঠিল — সে বলিতেছে না না সখি। সে মুখ আর দেখব না গো! নীলাম্বরী আর পরব না সখি! দাও দাও আমায় গৈরিকবাস এনে দাও — যোগিনী সাজিয়ে দাও।”[৬]

বৈষ্ণব সাহিত্যে বিরহ একটি কেন্দ্রীয় নান্দনিক উপাদান। রাধা-কৃষ্ণের বিচ্ছেদই প্রেমকে তীব্র ও গভীর করে তোলে। গল্পে রাধারানীর মানসিক অবস্থায় এই বিরহচেতনা সুস্পষ্ট— তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা পায় না, বরং অপূর্ণতাই তাকে গভীরতর অনুভূতির দিকে ঠেলে দেয়। এই অপ্রাপ্তি বৈষ্ণব ভাবধারায় প্রেমকে পরিশুদ্ধ করার মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। বৈষ্ণব পদাবলীতে ‘নায়ক-নায়িকা ভাব’-এর মাধ্যমে ঈশ্বর-মানব সম্পর্ককে প্রেমিক-প্রেমিকার রূপে কল্পনা করা হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই ভাবনাকে গ্রামীণ বাস্তব জীবনের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছেন। ফলে রাধারানীর অভিজ্ঞতা একদিকে লোকজ বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত, অন্যদিকে তা বৈষ্ণব আধ্যাত্মিকতার প্রতীকী রূপ ধারণ করে। বৈষ্ণব দর্শনের অন্যতম মূলনীতি হল শরণাগতি— অর্থাৎ সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। রাধারানীর মানসিক যাত্রা শেষ পর্যন্ত এই আত্মসমর্পণের দিকেই অগ্রসর হয়। ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা, সামাজিক বাধা ও মানসিক দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে সে এক গভীর ভক্তিমূলক অবস্থায় পৌঁছাতে চায় — যা বৈষ্ণব সাধনার চূড়ান্ত লক্ষ্য।

রাধারানী ছোটগল্পে বৈষ্ণব দর্শন সরাসরি ধর্মীয় ভাষ্যে নয়, বরং মানবিক প্রেম, বিরহ, দ্বন্দ্ব ও আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে শিল্পিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। গল্পকার এখানে দেখিয়েছেন— বৈষ্ণব প্রেম কেবল ধর্মীয় অনুভূতি নয়, এটি মানব-অন্তর্জগতের গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও নান্দনিক অভিজ্ঞতা এবং মানবপ্রেমের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরপ্রেমের উপলব্ধি সম্ভব। এই দৃষ্টিকোণ থেকে *রাধারানী* গল্পটি বৈষ্ণব দর্শনের এক আধুনিক, মানবিক ও মনস্তাত্ত্বিক পুনর্নির্মাণ হিসেবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *রসকলি* ও *রাধারানী* ছোটগল্পে বৈষ্ণব ভাবনার যে বহুমাত্রিক প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, তার সমন্বিত মূল্যায়ন বাংলা কথাসাহিত্যে এক গভীর তাৎপর্য বহন করে। এই দুইটি গল্প ভিন্ন ভিন্ন জীবন বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে নির্মিত হলেও তাদের অন্তর্নিহিত দার্শনিক সুর এক অভিন্ন আধ্যাত্মিক চেতনার দিকে নির্দেশ করে— যেখানে প্রেম, ভক্তি, বিরহ এবং আত্মসমর্পণ পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর রচনায় বৈষ্ণব ভাবনা কোনো স্থির ধর্মীয় অনুশাসন নয়, বরং তা এক জীবন্ত মানবিক অভিজ্ঞতা, যা ব্যক্তি-মানসের গভীরে প্রোথিত। *রসকলি* গল্পে বৈষ্ণব ভাবনা প্রধানত সহজিয়া দর্শনের আলোকে প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে প্রেম কেবল আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিমূর্ত রূপ নয়; বরং দেহ ও মনের সম্মিলিত আকর্ষণের মধ্য দিয়ে তা এক বাস্তব ও জটিল অভিজ্ঞতায় রূপ পায়। মানব-মানবীর সম্পর্কের ভেতর দিয়ে রাধাকৃষ্ণ লীলার প্রতীকী পুনর্নির্মাণ ঘটে, যেখানে লৌকিক প্রেম ধীরে ধীরে পারমার্থিক তাৎপর্যে উন্নীত হয়। এই প্রক্রিয়ায় লেখক দেখিয়েছেন, শরীর ও আত্মা পরস্পরবিরোধী নয়; বরং তারা একই সত্যের দুইটি দিক। অন্যদিকে *রাধারানী* গল্পে বৈষ্ণব ভাবনার সুর অধিকতর অন্তর্মুখী, সংযত এবং করুণরসনির্ভর। এখানে প্রেমের চূড়ান্ত রূপ আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। রাধার চরিত্রে যে গভীর বেদনা ও বিরহের অভিজ্ঞতা দেখা যায়, তা কেবল ব্যক্তিগত যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং তা এক আধ্যাত্মিক উত্তরণের ইঙ্গিত বহন করে। এই বিরহই বৈষ্ণব তত্ত্বে ‘বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার’-এর মূল ভিত্তি, যেখানে বিচ্ছেদই মিলনের সর্বোচ্চ রূপকে ধারণ করে। এই দুইটি গল্পের সমন্বিত বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয় যে, গল্পকার বৈষ্ণব ভাবনাকে কেবল ধর্মীয় চেতনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং তা মানবজীবনের জটিল বাস্তবতার সঙ্গে একাত্ম করেছেন। গ্রামীণ সমাজজীবনের প্রেক্ষাপটে তিনি দেখিয়েছেন, মানুষের প্রেম, কামনা, বেদনা ও আকাঙ্ক্ষা— সবই আধ্যাত্মিকতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ফলে তাঁর বৈষ্ণব ভাবনা একদিকে যেমন ঐতিহ্য নির্ভর, তেমনি অন্যদিকে আধুনিক মনন ও মানবিকতার সঙ্গে গভীরভাবে সম্মিলিত। সর্বোপরি বলা যায়, *রসকলি* ও *রাধারানী* গল্পে বৈষ্ণব ভাবনার সম্মিলিত রূপ তারাশঙ্করের সাহিত্যদর্শনের এক গুরুত্বপূর্ণ দিককে উন্মোচিত করে। এখানে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে দূরত্ব লুপ্ত হয়ে যায়, এবং প্রেমই হয়ে ওঠে চরম সত্যের প্রতীক। এই প্রেম দেহাত্মক ও আধ্যাত্মিক— উভয় স্তরেই কার্যকর, যা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 22
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 163 - 168
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শেষ পর্যন্ত মানবজীবনের গভীরতম উপলব্ধিকে স্পর্শ করে। অতএব, এই দুইটি গল্পে বৈষ্ণব ভাবনার যে সমন্বিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তা বাংলা সাহিত্যে এক আধুনিক, সংবেদনশীল এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, আমার সাহিত্য জীবন, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৬৪, পৃ. ৯
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, আমার সাহিত্য জীবন, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৬৪, পৃ. ২০
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, আমার সাহিত্য জীবন, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৬৪, পৃ. ২১
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৭, পৃ. ৪০৬
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৭, পৃ. ৪১৩
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৭, পৃ. ৪১২ – ৪১৩